বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপীল বিভাগ

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব মোঃ নূরুজ্জামান
বিচারপতি জনাব বোরহানউদ্দিন
বিচারপতি জনাব কৃষ্ণা দেবনাথ

ফৌজদারী আপীল নং: ৫৯/২০১৪ তৎসহ জেল পিটিশন নং : ১৯/২০১৫

(ডেথ রেফারেন্স নং : ১১৩/২০০৮, ফৌজদারী আপীল নং: ৭৩৯৭/২০০৮ এবং জেল আপীল নং: ১০৯০/২০০৮ মামলায় ০৬.০৩.২০১৪ খ্রি: তারিখে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত)

মোহাম্মদ আলী ওরফে সাকিল	:	....মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত- বন্দী-আপীলকারী/ দরখাস্তকারী (উভয় মামলার জন্য)
		-বনাম-
রাষ্ট্র	:	.....প্রতিবাদী (উভয়মামলারজন্য)
আপীলকারী / দরখাস্তকারী পক্ষে (উভয় মামলার জন্য)	:	জনাব এস. এম. শাহজাহান, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, জনাব বিভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড এর অনুরোধে।
প্রতিবাদী পক্ষে. (উভয় মামলার জন্য)	:	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ডেপুটি এটর্নি জেনারেল, বেগম শিরিন আফরোজ, এ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড এর অনুরোধে।
শুনানীর তারিখ	:	২৫ মে, ২০২২
রায় ঘোষণার তারিখ	:	৩১ মে, ২০২২

রায়

বিচারপতি বোরহানউদ্দিন: কচুয়া থানার মামলা নং- ১১, তারিখ-১৭.০৮.২০০৭ ধারা- The Penal Code এর ৩০২ / ২০১ / ৩৪ সংশ্লিষ্ট জি. আর.মামলা নং- ১৪৭/২০০৭ হতে উদ্ভূত দায়রা মামলা নং -২২৭/২০০৭ এ বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, বাগেরহাট কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ বহাল রেখে হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক বিগত ০৬.০৩.২০১৪ খ্রি : তারিখে ডেথ রেফারেন্স নং- ১১৩/২০০৮ এ প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীলটি আনয়ন করা হয়েছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

"সংবাদদাতা ১৭.০৮.২০০৭ তারিখে রাত প্রায় ১২.৩০ ঘটিকায় তার ছেলের স্ত্রী হতে সংবাদ পায় যে ডাকাতরা তার বাসভবনে প্রবেশ করেছে এবং সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম

হয়েছে; এই তথ্য পেয়ে সংবাদদাতা ওই বাড়িতে ছুটে এসে তার স্ত্রী ফাতেমাকে (ভিকটিম) খোঁজাখুঁজি শুরু করেও তাকে বাড়ির ভেতরে খুঁজে পাননা; ঐ বাড়ি থেকে প্রায় ২০ হাত দূরে ফাতেমার মৃতদেহ পাওয়া যায়; সংবাদদাতা কাছে গিয়ে তার জবাই করা লাশ দেখতে পান; এসময় মোশারফ আলী হাওলাদারসহ কয়েকজন ঘটনাস্থলে আসলেও তারা কেউ ডাকাতির কোনো আলামত পাননি; সংবাদদাতা ভোর ৫টার দিকে তার বোনের ছেলে মোশারফকে কচুয়া থানায় পাঠায়; মোঃ হায়দার আলী বেপারী মুঠোফোনের মাধ্যমে জানতে পারেন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে; পিডব্লিউ-৬, তুহিন সিকদার, একজন ভ্যান চালক, ঘটনার গ্রাম থেকে অভিযুক্তকে তার ভ্যানে করে নিয়ে যায় এবং পিডব্লিউ-৬ উল্লিখিত যাত্রীকে অভিযুক্ত বলে সন্দেহ করে; পি.ডব্লিউ-৬ জানায় যে **মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত**-বন্দী যখন বাসে করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তখন তাকে আটক করা হয়; **মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত**-বন্দীকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সকাল ৯ টায় প্রাথমিক তথ্য বিবিরণী (এফ.আই.আর) দায়ের করা হয়; পুলিশ কর্মকর্তাগণ ঘটনার বাড়িতে গিয়ে আলামত জব্দ করেন, স্কেচ ম্যাপ ও সূচী প্রস্তুত করেন, মৃতদেহ মর্গে পাঠায়; অতঃপর, **মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত**-বন্দীর স্বীকারোক্তিমতে তাকে ঘটনার স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার দেখানো মতে একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়, একটি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হয়; **মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত**-বন্দী স্বীকার করেন সে ছুরি দিয়ে ভিকটিমকে জবাই করে হত্যা করেছে।”

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-বন্দীকে ১৮.০৮.২০০৭ খ্রি: তারিখে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলে তিনি তার অপরাধ স্বীকার করে The Code of Criminal Procedure এর ১৬৪ ধারার অধীনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেন ।

পুলিশ তদন্ত শেষে The Penal Code এর ৩০২ / ২০১ / ৩৪ ধারায় **মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত**-বন্দী ও তার বোন রাবেয়া বেগমের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

বিচার শুরু হলে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, বাগেরহাট **মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত**-বন্দী সহ উভয় আসামীর বিরুদ্ধে The Penal Code এর ৩০২ / ৩৪ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ তাদের পাঠ করে শোনানো হলে তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবি করে এবং বিচার প্রার্থনা করেন।

প্রসিকিউশন পক্ষ তার মামলাটিকে প্রমাণ করার জন্য বিচারকালে মোট ১০ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে। উভয় অভিযুক্তকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীনে পরীক্ষা করা হলে তারা পুনরায় নিজেদের নির্দোষ দাবি করলেও তাদের দাবির সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপন করেনি।

দায়রা মামলা নং- ২২৭/২০০৭ এর সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনান্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ অভিযুক্ত রাবেয়া বেগমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস প্রদান করলেও মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-বন্দীকে সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে The Penal Code এর ৩০২ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড এবং ১০,০০০/- টাকা জরিমানার দন্ড প্রদান করেন।

বিচারিক আদালতের রায় ও আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-বন্দী জেল আপীল নং-১০৯০/২০০৮ এবং অতঃপর নিয়মিত আপিল নং ৭৩৯৭/২০০৮ দায়ের করেন। বিচারিক আদালতও মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত করার জন্য The Code of Criminal Procedure এর ৩৭৪ ধারার অধীনে ডেথ রেফারেন্স প্রদান করেন। ডেথ রেফারেন্স, জেল আপীল ও নিয়মিত আপীল একসাথে শুনানি হয়। হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারি আপীল নং ৭৩৯৭/২০০৮ এবং জেল আপীল নং ১০৯০/২০০৮ খারিজ করে এবং ০৬.০৩.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের তর্কিত রায় এবং আদেশ দ্বারা ডেথ রেফারেন্স গ্রহণ করেন ।

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-বন্দী মোহাম্মাদ আলী ওরফে শাকিল আপীলকারী হিসাবে উক্ত রায় এর দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে জেলে থাকা অবস্থায় অত্র বিভাগে অত্র ফৌজদারী আপীল মামলা দায়ের করেন।

আপীল শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী এবং রাষ্ট্রপক্ষ হাইকোর্ট বিভাগের সম্মুখে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ পুনর্ব্যক্ত করেন।

আমরা আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ সিনিয়র কৌঁসুলি এবং রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য, নথিভুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণসহ তর্কিত রায় এবং আদেশ পর্যালোচনা করেছি। হাইকোর্ট বিভাগ এবং বিচারিক আদালত উভয়ই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে প্রসিকিউশন পক্ষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত- আপীলকারী

ভিকটিমকে জবাই করেছে যা সে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে স্বীকার করেছে। নিম্ন আদালতের উক্ত পর্যবেক্ষণ সমূহ নথীতে থাকা সাক্ষ্য প্রমানের যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়েছে।

হাইকোর্ট বিভাগ এবং বিচারিক আদালত উপলব্ধি করেছে যে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-আপীলকারীর প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, প্রদর্শনী-০১ সত্য এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির পাশাপাশি আমরা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গ্রহণকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী সরোজ কুমার নাথ, পি.ডব্লিউ-১, এর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সত্য এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মর্মে উপলব্ধি করেছি।

এবার আসা যাক মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-আপীলকারীর উপর মৃত্যুদন্ড আরোপের প্রশ্নে। The Code of Criminal Procedure এর ১৬৪ ধারার অধীনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করার সময় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-আপীলকারী মোহাম্মদ আলী ওরফে শাকিল বলেছিলেন যে তার বয়স প্রায় ২১ বছর। রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসহ The Code of Criminal Procedure এর ৩৪২ ধারার অধীনে গৃহীত বিবৃতি পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অপরাধ সংঘটনের সময় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-আপীলকারী নাবালক ছিলেন না। অতএব, তিনি শিশু আইন, ১৯৭৪ এর অধীনে কোন সুবিধা পেতে অধিকারী নন, কেননা উক্ত আইন শিশু অপরাধীদের সাথে সম্পর্কিত ।

যাই হোক, অপরাধ সংঘটনের সময় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-বন্দীটি ছিল খুব অল্প বয়স্ক এবং তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে ভিকটিম ছিল তার বোনের শ্বাশুড়ি এবং সে তার বোনের প্রতি ভিকটিমের কৃত আচরণে বিরক্ত হয়ে অপরাধটি সংঘটন করেছেন। চার্জশিট দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে আপীলকারীর পি.সি. এবং পি.আর. (পূর্বের আচরণ এবং পূর্ববর্তী রেকর্ড) শূন্য। অতএব, আবেদনকারী কোন ঝানু অপরাধীনন মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

মৃত্যুদন্ডের বিষয়ে, আমরা ১৭ বিএলসি (এডি) (২০১২) ২০৪ এ প্রকাশিত অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত নালু বনাম রাষ্ট্র মামলার কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করতে চাই । বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন যথোপযুক্ত ভাবে নিম্নরূপ আলোচনা করেছেন:

১৮। "গ্রেগ বনাম জর্জিয়া, (১৯৭৬) ৪২৮ ইউএস ১৫৩, মামলায় মৃত্যুদন্ড অসাংবিধানিক না হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকবৃন্দ মৃত্যুদন্ড আরোপকে সমর্থন ও অনুমোদন করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত লেখার সময়, বিচারপতি স্টুয়ার্ট বলেছেন:

> "কিন্তু আমরা এখানে শুধুমাত্র হত্যার অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড আরোপ করা নিয়ে উদ্বিগ্ন, এবং যখন অপরাধী ইচ্ছাকৃত ভাবে একটি জীবন কেড়ে নেয়, তখন আমরা বলতে পারি না যে শাস্তিটি অপরাধের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি একটি চরম অনুমোদন যা সবচেয়ে চরম অপরাধের জন্য উপযুক্ত।
>
> আমরা মনে করি যে মৃত্যুদন্ড এমন কোনো শাস্তির ধরন নয় যা অপরাধের পরিস্থিতি নির্বিশেষে, অপরাধীর চরিত্র নির্বিশেষে এবং মৃত্যুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য অনুসরণকৃত পদ্ধতি নির্বিশেষে কখনোই আরোপ করা যাবে না ।"

১৯। সংখ্যালঘু মতামত লেখার সময় বিচারপতি ব্রেনান বলেছেন:

> "মৃত্যু শুধুমাত্র একটি অস্বাভাবিক কঠিন শাস্তিই নয়, অস্বাভাবিক এর যন্ত্রণা, এর চূড়ান্ততা এবং এর বিশালতা, তবে এটি একটি কম কঠোর শাস্তির চেয়ে অধিক কার্যকরভাবে কোনো শাস্তিমূলক উদ্দেশ্য পূরণ করে না, তাই, যেক্ষেত্রে কম কঠোর শাস্তি পর্যাপ্ত ভাবে একই উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে সেক্ষেত্রে অর্থহীন অত্যধিক শাস্তি আরোপকে ধারার অন্তর্নিহিত যে নীতি নিষিদ্ধ করে, তা শাস্তিটিকে বাতিল করে।
>
> মৃত্যুদন্ডের মারাত্মক সাংবিধানিক দুর্বলতা এই যে এটি 'মানব জাতির সদস্যদের অ-মানুষ হিসাবে, খেলা করা এবং পরিত্যাগ করার মতো বস্তু হিসাবে বিবেচনা করে। এইভাবে, এমনকি জঘন্যতম অপরাধীও সাধারণ মানবিক মর্যাদার অধিকারী একজন মানুষ থেকে যায়।"--- এই দফাটির মৌলিক ভিত্তির সাথে এটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, শুধুমাত্র এই কারনের ভিত্তিতে আমি ধরে নিব যে, "এই ধরণের বিচার স্পষ্ট:তই অপরাধটির চেয়ে কম মর্মান্তিক নয়, এবং এই নতুন দাপ্তরিক হত্যা সমাজের বিরুদ্ধে

> সংঘটিত অপরাধের প্রতিকারের প্রস্তাব না দিয়ে বরং প্রথমটির পরিবর্তে দ্বিতীয় এক অপবিত্রতা যোগ করে।" মৃত্যুদন্ড আজ এই দফা দ্বারা নিষিদ্ধ একটি নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক শাস্তি।

২০। সংখ্যালঘুদের মতামত হতে এটি প্রতীয়মান হয় যে মৃত্যুদন্ড একজন মানুষকে অ-মানুষ হিসাবে বিবেচনা করে এবং মার্কিন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী যা অনুযায়ী "অতিরিক্ত জামিনের প্রয়োজন হবে না, বা অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করা হবে না, বা নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক শাস্তি প্রদান করা হবে না,"- তা বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক দেখতে পান যে মৃত্যুদন্ড সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মৌলিক ভিত্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

২১। স্বীকৃতমতে, মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য। মৃত্যু অজানা, এটি পৃথিবীকে অতিক্রম করে চলে যায়।

অত্র মামলায় একমাত্র উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এই যে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-আপীলকারী তার বোনকে অপমান এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অপরাধটি সংঘটন করেছেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস.এম. শাহজাহান শুনানীকালে নিবেদন করেন যে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত-আপীলকারী এই আদালতের করুণা প্রার্থনা করেন এবং তার মৃত্যুদন্ডটি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে রূপান্তরিত হতে পারে। যদিও আইনের আদালতে করুণা দেখানোর কোন সুযোগ নেই তথাপি "বেঞ্জামিন কার্ডোজোর বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি" থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা অযথার্থ হবে না, যা নিম্নরূপঃ

> একটি পুরানো কিংবদন্তি আছে যে এক অনুষ্ঠানে ঈশ্বর প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তাঁর প্রার্থনা ছিল "এটি আমার ইচ্ছা হোক যে আমার ন্যায়বিচার আমার করুণা দ্বারা শাসিত হবে।"
>
> (উদ্ধৃত রায় থেকে উদ্ধৃত)

মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে দেখা যায় যে বিচারিক আদালত আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিল তা সঠিক ছিল এবং পরবর্তীতে হাইকোর্ট ডিভিশনও তা বহাল রেখেছে এবং আমরাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আপীলকারীকে নীচের উভয় আদালত সঠিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তবে আমরা মনে করি যে মৃত্যুদন্ডকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে রূপান্তরিত করা হলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে কারণ বিচারিক

আদালতের রায় এবং পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক তা বহালের পর থেকে আপীলকারী মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে এবং এই কারণে মৃত্যুদন্ড কমিয়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাবাস প্রদান করা হল। আপীলকারীর সাজার মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে তিনি The Code of Criminal Procedure এর ধারা ৩৫(এ) এর সুবিধা পাবেন। ফৌজদারি আপীল নং ৫৯/২০১৪-এ ঘোষিত রায়ের আলোকে জেল পিটিশন নং ১৯/২০১৫ নিষ্পত্তি করা হল।

আপীলকারীকে অবিলম্বে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীর সেল থেকে সাধারণ ওয়ার্ডে স্থানান্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

তদানুসারে, সাজা পরিবর্তনপূর্বক ফৌজদারি আপীলটি খারিজ করা হল।

বি.

বি.

বি.